সন্ধি

প্রবাল চক্রবর্তী

সন্ধি

মিলন

বিচ্ছেদ

সন্ধি

- সন্ধি শব্দটি তৎসম বা সংস্কৃত ভাষার শব্দ।
- সন্ধি ব্যাকরণের ধ্বনিতত্ত্বে আলোচিত হয়।
- সন্ধি শব্দের অর্থ মিলন, চুক্তি, ঐক্য।
- সন্ধি শব্দের বিপরীত অর্থ বিচ্ছেদ।
- ক্রিয়া পদের সন্ধি হয় না।

পাশাপাশি অবস্থিত দুটি ধ্বনির মিলনকে **সন্ধি** বলে।

P2A

সন্ধি

সম + ধি

সন্ধি জাত শব্দ

মিলন (সন্নিহিত দুটো ধ্বনির মিলন)

সন্ধি

- সন্ধিতে হয় ধ্বনির মিলন
- সমাসে হয় পদের মিলন।

সন্ধি কেন শিখব বা উদ্দেশ্য?

উচ্চারণ সুবিধার জন্য

শ্রুতি মাধুর্যের জন্য

সন্ধির প্রধান সুবিধা

- সন্ধির প্রধান সুবিধা উচ্চারণের সুবিধা।

নর + অধম
= নরাধম

এখানে 'নর'র শেষ ধ্বনি 'অ' (ন+অ+র+ অ),
এবং 'অধম'র প্রথম ধ্বনি 'অ'।

অ+অ = আ

অর্থাৎ পাশাপাশি অবস্থিত দুইটি ধ্বনি 'অ' ও
'অ' মিলিত হয়ে 'আ' হলো।

P2A

সন্ধি মূলত ২ প্রকার

বাংলা শব্দের সন্ধি

তৎসম বা সংস্কৃত শব্দের সন্ধি।

বাংলা শব্দের সন্ধি ২ প্রকার

স্বরসন্ধি

ব্যঞ্জনসন্ধি

তৎসম বা সংস্কৃত শব্দের সন্ধি

স্বরসন্ধি

ব্যঞ্জনসন্ধি

বিসর্গ সন্ধি

P2A

সন্ধির মিলন যেসব উপায়ে হয়

স্বরধ্বনি + স্বরধ্বনি = স্বরসন্ধি

স্বরধ্বনি + ব্যঞ্জনধ্বনি = ব্যঞ্জনসন্ধি

ব্যঞ্জনধ্বনি + স্বরধ্বনি = ব্যঞ্জনসন্ধি

ব্যঞ্জনধ্বনি + ব্যঞ্জনধ্বনি = ব্যঞ্জনসন্ধি

P2A

পরীক্ষার জন্য যা কিছু গুরুত্বপূর্ণ

বিসর্গ সন্ধি

বিসর্গের সাহায্যে যে সন্ধি নিষ্পন্ন হয়

ঃ

বিসর্গ সন্ধি

বিসর্গের সঙ্গে স্বরধ্বনি বা ব্যঞ্জনধ্বনি যুক্ত হয়ে যে সন্ধি হয় তাকে বিসর্গ সন্ধি বলে।

বিসর্গ সন্ধি

- বিসর্গ হলো র্ এবং স্ এর সংক্ষিপ্ত রূপ।

বিসর্গ সন্ধি নির্ণয়ের উপায়

- শব্দের মাঝখানে ◌ঃ, ও কার, র, রেফ, এবং যুক্তবর্ণ হিসেবে শ,স,ষ থাকলে তা সাধারণত বিসর্গ সন্ধি।

বিসর্গ সন্ধি: নিয়ম-১

- যদি কোন বিসর্গ সন্ধিজাত শব্দে ‘র বা রেফ’ থাকে, তাহলে সন্ধি বিচ্ছেদে তার স্থলে (ঃ) হবে।

বিসর্গ সন্ধি: নিয়ম-১

- দুর্জন-
- চতুর্ভুজ-
- নির্জল-
- নির্ভয়-

দুরন্ত-

- দুর্নাম-
- নিরাকার-

বিসর্গ সন্ধি: নিয়ম-২

যদি কোন বিসর্গ সন্ধিজাত শব্দে **‘ও বা ও-কার’** থাকে,

তাহলে সন্ধি বিচ্ছেদে তার স্থলে (ঃ) হবে।

শর্ত: ও কার শব্দের মাঝে থাকবে

তিরোধান

তিরঃ + ধান

বিসর্গ সন্ধিঃ নিয়ম-২

- পুরোহিত-
- তপোবন-
- সরোবর-
- তিরোধান-
- মনোরথ-
- সরোজ-
- বয়োবৃদ্ধ-

বিসর্গ সন্ধি: নিয়ম-৩

যদি কোন সন্ধিজাত শব্দে (শ ষ স) যুক্ত অবস্থায় থাকে, তাহলে সন্ধি বিচ্ছেদে সেই (শ ষ স) এর স্থলে (ঃ) হবে।

ব্যতিক্রম

নীরক্ত = নিঃ + রক্ত

নীরস

নীরব

নীরোগ

নিপাতনে সিদ্ধ সন্ধি

- মুখস্থ করতে হবে।

নিপাতনে সিদ্ধ স্বরসন্ধি

যেসব স্বরসন্ধি নিয়ম মানে না, নিয়ম ভেঙে সন্ধি হয় তাদের **নিপাতনে সিদ্ধ** সন্ধি বলে।

যেমন, ‘কুল+অটা’ সন্ধি করে হওয়ার কথা ‘কুলাটা’ (অ+অ = আ)

কিন্তু সন্ধি হওয়ার পর তা হয়ে গেছে ‘কুলটা’। তাই এটা **নিপাতনে সিদ্ধ সন্ধি।**

মনে রাখবেন যেভাবে:

কুলটা মেয়েটি অন্যান্য প্রৌঢ়দের সাথে স্বৈরশাসন প্রতিষ্ঠা করতে পারে নি। তাই গবাক্ষের পাশে বসে মার্তণ্ডের শুদ্ধোদনের সাথে প্রেম করছে।

কুলটা - কুল বা বংশত্যাগকারিণী, ভ্রষ্টা।

প্রৌঢ় - যৌবন ও বার্ধক্যের মাঝামাঝি অবস্থাপ্রাপ্ত, মাঝবয়সি।

স্বৈর - নিজের স্বাধীন ইচ্ছা অনুযায়ী ব্যবহার; স্বেচ্ছাচার।

গবাক্ষ - জানালা।

মার্তণ্ড - সূর্য।

ওদন - অন্ন বা ভাত।

শুদ্ধোদন – গৌতম বুদ্ধের পিতা।

নিপাতনে সিদ্ধ ব্যঞ্জনসন্ধি

বৃহস্পতি, বনস্পতি, তস্কর, পরস্পর,

ষোড়শ, একাদশ,

মনীষা, পতঞ্জলি, আশ্চর্য, গোষ্পদ, দ্যুলোক।

P2A

মনে রাখবেন যেভাবে

বৃহস্পতি আর বনস্পতি দুই ভাই। তারা পরস্পর তস্কর (চোর), গোষ্পদ (গরুর পা) চুরি করে। বৃহস্পতির বয়স একাদশ (১১) আর বনস্পতির বয়স ষোড়শ (১৬)। তাদের চুরি করার সময় দেখে ফেলে বস্বের নায়িকা মনীষা। দেখে আশ্চর্য হয়ে যায়। দৌড়ে গেল ছবির নায়ক হরিশ্চন্দ্র এর কাছে। দুজনে কিছু না বুঝে গেল ছবির পরিচালক পতঞ্জলির কাছে। পতঞ্জলি বলে দিল যারা গরুর পা চুরি করে তারা কখনও দ্যুলোকে (আকাশে বা স্বর্গ) থাকতে পারবে না।

মনীষা ও গণতান্ত্রিক একনায়কী, প্রজাতন্ত্র ও ভোক্তাশীল
গোষ্ঠীগত তত্ত্ব এবং, রাজতন্ত্রের উদ্দেশ্য সংক্রান্ত
আর্থিক সূত্র। এবং — প্রতিশ্রুতি দুর্বল প্রতিষ্ঠান
এবং বিশ্বায়ন সামাজিক প্রাধান্যতে হয়।

বিশেষ নিয়মে সাধিত ব্যঞ্জন সন্ধি

সংস্কার	উত্থাপন
সংস্কৃত	পরিষ্কৃত
পরিষ্কার	সংস্কৃতি
	উত্থান

P2A

বাংলা সন্ধি

(স্বরসন্ধি)

দুটি সন্নিহিত স্বরের একটি লোপ পাবে

অ + এ = এ

আ + আ = আ

আ + উ = উ

ই + এ = ই

বাংলা স্বরসন্ধি

(স্বরধ্বনি + স্বরধ্বনি)

অ+এ = এ (অ লোপ)	শত + এক = শতেক	কত + এক = কতেক	
আ+আ = আ (একটা আ লোপ)	শাঁখা + আরি = শাঁখারি	রুপা + আলি = রুপালি	
আ+উ = উ (আ লোপ)	মিথ্যা + উক = মিথ্যুক	হিংসা + উক = হিংসুক	নিন্দা + উক =নিন্দুক
ই+এ = ই (এ লোপ)	কুড়ি + এক = কুড়িক	ধনি + ইক = ধনিক	গুটি + এক = গুটিক
	আশি + এর = আশির		

P2A

বাংলা ব্যঞ্জনসন্ধির নিয়ম-১

স্বরধ্বনির পরে ব্যঞ্জনধ্বনি যুক্ত হলে স্বরধ্বনি লোপ হবে।

স্বর + ব্যঞ্জন

P2A

বাংলা ব্যঞ্জনসন্ধির নিয়ম - ২

প এর পরে চ

স এর পরে ত

চ আর ত এর স্থলে **শ** হবে

তৎসম বা সংস্কৃত শব্দের সন্ধি।

স্বরসন্ধি

ব্যঞ্জনসন্ধি

বিসর্গ সন্ধি

সংস্কৃত স্বরসন্ধি: নিয়ম-১

অ/আ + অ+আ= আ/ আ-কার

অ/আ + ই/ঈ= এ

অ/আ + উ/ঊ= ও

অ/আ +ও/ঔ= ঔ

অ/আ + এ/ঐ= ঐ

সংস্কৃত স্বরসন্ধি:

নিয়ম-২

অ/আ + ঋষি = অর

অ/আ + ঋত = আর

সংস্কৃত স্বরসন্ধি:

নিয়ম-৩

ই/ঈ + ই+ঈ = ঈ

গিরীশ

ঈক্ষা ঈক্ষণ ঈশ ঈশ্বর

ঈপ্সা

সংস্কৃত ব্যঞ্জনধ্বনি: নিয়ম-১

সন্ধিজাত শব্দের মধ্যে (গ, জ, ড/ড়, দ, ব) থাকে, তাহলে বিচ্ছেদে যথাক্রমে ক, চ, ট, ত/ৎ, প হবে

ক - গ

চ - জ

ট - ড (ড়)

ত/ৎ - দ

প - ব

সংস্কৃত

ব্যঞ্জনধ্বনি:

নিয়ম-২

১ম বর্ণ টি ত/ৎ বা দ দ্বারা পরিবর্তন হবে

চ্চ

চ্ছ

জ্জ

জ্ঝ

ল্ল

ড্ড

ন্ন

সংস্কৃত ব্যঞ্জনধ্বন:

নিয়ম-৩

দ্ধ- ১ম বর্ণটি ত/দ দ্বারা পরিবর্তন হবে।

২য় বর্ণটি হ দ্বারা হবে

সংস্কৃত ব্যঞ্জনধ্বনি: নিয়ম-৪

চ্ছ্ব

১ম বর্ণ ত/দ দ্বারা পরিবর্তন এবং

২য় বর্ণ ‘শ’ দ্বারা পরিবর্তন হবে।

সংস্কৃত ব্যঞ্জনধ্বনি: নিয়ম-৪

চ্ছ

এর পুর্বে স্বরধ্বনি থাকলে প্রথমটি বাদ

সংস্কৃত ব্যঞ্জনধ্বনি: নিয়ম-৫

নাসিক্য + অন্য ব্যঞ্জন যুক্ত হলে

ঙ ঞ ণ ন ম = ম

সংস্কৃত ব্যঞ্জনধ্বনি: নিয়ম-৬

নাসিক্য+ নাসিক্য

প্রথম নাসিক্য নিজ বর্গের ১ম বর্ণ দ্বারা পরিবর্তন

সংস্কৃত ব্যঞ্জনসন্ধি

ধ্বনি	উচ্চারণ স্থান	অঘোষ		ঘোষ		
		অল্পপ্রাণ	মহাপ্রাণ	অল্পপ্রাণ	মহাপ্রাণ	নাসিক্য
জিহ্বামূলীয় বা কণ্ঠ্য ধ্বনি	কণ্ঠ	ক	খ	গ	ঘ	ঙ
তালব্য ধ্বনি	তালু	চ	ছ	জ	ঝ	ঞ
মূর্ধন্য ধ্বনি	মূর্ধা	ট	ঠ	ড	ঢ	ণ
দন্ত্য ধ্বনি	দন্ত	ত	থ	দ	ধ	ন
ওষ্ঠ্য ধ্বনি	ওষ্ঠ	প	ফ	ব	ভ	ম

সংস্কৃত ব্যঞ্জনধ্বনি: নিয়ম-৭

ং= ম

সংস্কৃত ব্যঞ্জনধ্বনি: নিয়ম-৮

জ্ঞ = জ+ঞ

ঞ এর পরিবর্তে ‘ন’ বসবে

জ + ন

সংস্কৃত ব্যঞ্জনধ্বনি: নিয়ম-৯

‘ৎ’ থাকলে তার স্থলে সন্ধি বিচ্ছেদে ‘দ/ধ’ হবে।

সংস্কৃত ব্যঞ্জনধ্বনি: নিয়ম-৯

- সন্ধিজাত শব্দে ষ্ট থাকলে (ষ + ত) হবে

- ষ্ঠ থাকলে (ষ + থ) হবে।

অজন্ত

অচ্+অন্ত

অতীন্দ্রিয়

অতি+ইন্দ্রিয়

অত্যধিক

অতি + অধিক

অধ্যয়ন

অধি + অয়ন

অন্তরালোক

অন্তঃ + আলোক

অপরাপর

অপর + অপর

অভ্যুদয়

অভি + উদয়

অন্তর্জ্ঞান

অন্তঃ + জ্ঞান

অন্তর্জগত

অন্তঃ + জগত

আন্না

আর + না

অহরহ

অহঃ + অহ

ইত্যবসরে

ইতি + অবসরে

উচ্চকিত

উৎ + চকিত

কুশাসন

কুশ + আসন

ক্ষণেক

ক্ষণ + এক

গবাদি

গো + আদি

চতুর্বেদ

চতুঃ + বেদ

চতুর্ভুজ

চতুঃ + ভুজ

চতুর্থ

চতুঃ + থ

চতুর্ভুজ

চতুঃ+ভুজ

ছন্দোবদ্ধ

ছন্দঃ + বদ্ধ

নিশ্চয়

নিঃ + চয়

প্রত্যহ

প্রতি + অহ

মিশকাল

মিশি + কাল

সংজ্ঞা

সম্ + জ্ঞা

সন্যাস

সম্+ন্যাস

সন্ত্রাস

সম্ + ত্রাস

সংলগ্ন

সম্‌ + লগ্ন

মনস্কামনা

মনঃ + কামনা

ধন্যবাদ